গাংনীতে মুক্তিপণ না পেয়ে শিশু হত্যা, দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে মুক্তিপণের দাবিতে আবির হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের মাঠের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শিশু আবির হোসেন পার্শ্ববর্তী আলমডাঙ্গা উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী আসাদুল হকের ছেলে। তার বাবা বিদেশ থাকার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই মিনাপাড়া গ্রামে তার নানা রেজাউল হকের বাড়িতে মায়ের সাথে থাকে। আবির হোসেন স্থানীয় মিনাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে আবির নিখোঁজ হয়। বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত কোথাও আবিরের খোঁজ না পেয়ে পরিবারে হতাশা নেমে আসে। একপর্যায়ে গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায় যে,আবিরকে স্কুল ফিল্ড থেকে নূহু মেম্বরের ছেলে ও অন্যজন মোটর সাইকেল করে বিকেলে নিয়ে যেতে দেখেছে।এরই সূত্র ধরে সন্দেহভাজন দৃর্বৃত্তদের জিজ্ঞাসাবাদের এপর্যায়ে নিখোঁজের কারন জানতে পাওয়া যায়।

পরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়। দোষীদের বর্ণনা মতে মিনাপাড়া গ্রামের মাঠের ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায় তার নানা রেজাউল হক ও মা রোজিনা খাতুন। এ ঘটনায় মিনাপাড়া গ্রামের নুহু মেম্বরের ছেলে হামিম হোসেন ওরফে নূর (১৫) ও একই গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মুজাহিদকে(১৫) আটক করা হয়েছে।এরা দুজনই স্থানীয় মিকুশিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এরা বখাটে এবং মাদকাসক্ত ।এদের বিরুদ্ধে ছাত্রী উত্ত্যক্ত করা চুরি এবং নানা অপকর্মে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে আবিরের ছোট নানা জহুরুল ইসলাম জানায়,শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই আবিরের মোবাইল ফোন থেকে একটি অপহরণকারীদল

তার মা ও বাবার মোবাইল নাম্বারে কল করে ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তারা মুক্তিপন পেতে প্রবাসী আসাদুলের সাথে অগোছালো ভাবে মোবাইল ফোনে হিন্দা ভাষায় কথা বলে। যেটা ফোনের কল রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে। মুক্তিপণ দিয়ে হলেও ছেলেকে ফেরত পেতে আকুল মিনতি জানান আবিরের বাবা আসাদুল ইসলাম ও মা রোজিনা খাতুন। তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ না পেয়ে শ্বাসরোধে আবিরকে হত্যা করে ধৈঞ্চা ক্ষেতে মরদেহ ফেলে দেয় অপহরণকারীরা পরে গাংনী থানা পুলিশ আবিরের লাশ রাতেই উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানানআমি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করা হয়েছে।লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে নেশা করতে নিষেধের জেরে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দু’জনকে হত্যা (আপডেট)

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নেশা করতে নিষেধ করার জের ধরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে কুপিয়ে এবং নেশাসক্ত অভিযুক্তকে গণপিটুনিদিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার উপজেলার যতারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, যতারপুর গ্রামের সবজী ব্যবসায়ী ও মুজিবনগর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক ও আব্দুর রশিদের ছেলে সাইদুর রহমান (৩৫) ও একই গ্রামের আবুল হোসেন মন্ডলের ছেলে মাদক সেবী মনিরুল ইসলাম মনি (৩০)।
স্থানীয়রা জানান, মনিরুল ইসলাম এলকার একজন চিহ্নিত মাদকসেবী। সে প্রকাশ্যে মাদক সেবন করতো এবং মানসিক ভারসাম্য ছিল। হাতে সব হাঁসুয়া রাখতো, যে কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পেতো না। ঘটনার সময় মনিরুল গ্রামের মাঁচায় বসে প্রকাশ্যে নেশা করছিল। এসময় সাইদুর রহমান তাকে নেশা করতে নিষেধ করে। এনিয়ে দু’জনের

মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মনিরুলের হাতে থাকা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে সাইদুরের গলায় কোপ দেয় এবং উপুর্যপুরি কুপাতে থাকে। এতে ঘটনাস্থলেই সাইদুরের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা মনিরুলকে গণপিটুনি দিলে মনিরুল সেখানেই মারা যায়।
মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম জানান, মনিরুল ইসলাম মনি একজন মাদক সেবী সে রাস্তার পার্শে গাঁজা সেবন করছিলো। গাঁজা সেবনে বাধা দেওয়ায় প্রকাশ্য সাইদুর রহমানকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এসময় স্থানীয়রা মাদক সেবী মনিরুল ইসলাম মনিকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে।
তিনি আরো জানান, দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রস্তুতি চলছে।

ভাবিকে ‘শিক্ষা’ দিতে আপন ভাতিজিকে হত্যা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর এলাকায় মাঠের পাশে পরিত্যক্ত শৌচাগার থেকে ছয় বছরের মেয়ে শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির নাম সানজিদা খাতুন (৬)। গতকাল রোববার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ছয়টায় শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হয়েছে একজন। প্রাথমিকভাবে হত্যার কথা স্বীকার করেছে সে। পুলিশ বলছে, পারিবারিক কলহে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে ‘শিক্ষা’ দিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

উপজেলার হরিনারায়ণপুর এলাকার সোহাগ হোসেনের মেয়ে। বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে তাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে পুলিশ রহস্য উদঘাটনে একটানা কাজ করে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতের ভাষ্যমতে, ঘটনার পরপরই লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর

রহমান ও আতিকুর রহমান (সদও সার্কেল) ঘটনাস্থলে যান। তারা ঘটনার রহস্য উৎঘাটনের কাজ শুরু করে। একটানা নয় ঘণ্টা কাজ শেষে রাত তিনটায় সময় তারা নিশ্চিত হন শিশুটির আপন ফুপু এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাকে বাড়ি থেকেই আটক করে রাতেই থানায় নেওয়া হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুর রহমান বলেন, রাতেই পরিবারের সব সদস্যদের বাড়িতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের সারাদিনের চাল-চলন বিষয়ে নানা কথা শোনা হয়। কিন্তু কোনোভাবেই কাউকে সন্দেহ করা যাচ্ছিল। পরিবারের সকল সদস্যই স্বাভাবিক আচরণ করছিল। শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়নি এমন তথ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে কীভাবে হত্যা এবং কেন করা হলো সেটা বের করার জন্য কাজ শুরু করা হয়।

রাত বারটার দিকে ওই এলাকার এক মাইক্রোবাস চালক আকতার হোসেন পুলিশকে জানায়, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পরিত্যক্ত ইউপি ভূমি কার্যালয় থেকে সানজিদার ফুপুকে বের হতে দেখে। এমন কথা শোনার পরই পুলিশ বাড়িতে থাকা সানজিদার ফুপুকে আলাদা একটা কক্ষে নিয়ে নারী পুলিশ কর্মকর্তা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। একপর্যায়ে সে জানায়, শিশুটিকে সেই হত্যা করেছে।

পুলিশ বলছে, শিশুটির মায়ের সাথে তার দাদি ও অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া ফুপুর পারিবারিক কলহ চলছিল। প্রায় দিনই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। শিশুটির বাবার স্থানীয় বাজারে একটি দোকান রয়েছে। শিশুটির মা ও ফুপুর মধ্যে নানা সময়ে গালমন্দ ঝগড়া চলতো। ভাবিকে শিক্ষা দিতেই সানজিদাকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

ঘটনার দিন বিকেলে চানাচুর কিনে খাবার জন্য সানজিদাকে নিয়ে তার ফুপু বাড়ির পাশেই পরিত্যক্ত ভূমি কার্যালয়ে যায়। সেখানে দুজন মিলে চানাচুরও খায়। একপর্যায়ে সানজিদাকে একটা থাপ্পড় দিলে সে পড়ে গিয়ে কান্না করে। এর পরপরই শ্বাসরোধ করে হত্যা করে সুমনা বাড়ি ফিরে আসে।

সানজিদার বাবা সোহাগ হোসেন বলেন, সানজিদা দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন আশপাশে খোঁজা শুরু করেন।

একপর্যায়ে মেয়ের সন্ধান চেয়ে বিকেলে হরিনারায়ণপুর বাজারে মাইকিং করেন। এরপরও তার হদিস না পাওয়ায় খোঁজ চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা কাচারি মাঠের পাশের পরিত্যক্ত শৌচাগারে

একটি শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখে। পরে সানজিদার পরিবারের লোকজন এসে তার লাশ শনাক্ত করেন।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুর রহমান বলেন, থানায় হত্যা মামলা নেওয়া হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের গলায় টিপে ধরার দাঁগ দেখা গেছে। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট এলে পরিস্কার বলা যাবে এটা হত্যা কি না।

জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।

রূপালীর পিতা রবিউল ইসলাম জানান, গত পরশু আসাদুল মালিহাদে তার

বাড়িতে গিয়ে গরুর বিচুলী কেনার জন্য কিছু টাকা দাবি করে আসে। পরদিন তিনি রূপালীর বড় ছেলে হৃদয়কে দিয়ে ২ হাজার টাকা পাঠান। তারপর দিন বৃহস্পতিবার সকালে মেয়ের মৃত্যুর খবর পাই।

তিনি বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে আসাদুল। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশীরা জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারনে কলহ ছিল। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্ত এই কলহ হত্যা করার মত ছিল না। তারপরও কিভাবে এবং কিসের কারনে রূপালী মারা গেলেন তা আসাদুল ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

প্রতিবেশীরা মনে করেন, আসাদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কেবল প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানতে আসাদুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে গৃবধুকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে ফাতিমা খাতুন(২৭) নামের এক গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার সকাল ৭টার দিকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার তার মৃত্যু হয়। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ গত ১২ তারিখ দিবাগত রাত ৩টার দিকে ফাতিমা খাতুনকে জোরপূর্বক বিষ পান করায় তার স্বামী বকুল হোসেন ও দেবর পল্টু।

নিহত ফাতিমা খাতুন সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের আসাদুল ইসলামের মেয়ে। তার ৮ বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহতরে লাশ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নিহতের খালাতো ভাই কামাল হোসেন জানান, প্রায় দশ বছর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের রাইন হোসেন এর ছেলে বকুল

হোসেন এর সাথে ফাতিমা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে বিভিন্ন ভাবে চাপ প্রয়োগ করতো ফাতিমার স্বামী বকুল ও তার পরিবারের লোকজন। এর মধ্যে কয়েক দফা বেশ কিছু টাকা বকুলকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি আবারও টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করে বকুল। টাকা দিতে না পারায় গত ১২ জুন ফাতিমাকে বকুল ও তার ভাই পল্টু জোর করে বিষ পান করিয়ে দেয়। পরে তারায় হাসপাতালে নিয়ে এসে আমাদের খবর দেয়। আমরা হাসপাতালে আসার পর তারা পালিয়ে যায়। ফাতিমা যখন বেঁচেছিল তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে আমাকে জোর করে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন আত্মগোপনে রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার ফাতিমার শুশুরবাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য চাপ দিয়েছে। এ জন্য ফাতিমা তার বাপের বাড়ি সুবিদপুর চলে আসে। কিন্তু পরে তার শুশুর বাড়ির লোকজন ফুঁসলিয়ে আবার নিয়ে যায়।
নিহতের চাচাতো ভাই রানা বলেন, আমার বোনকে যৌতুকের দাবিতে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। তার গায়ে একটি পোড়ার দাগও আছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফাতিমা খাতুন মারা গেছেন। যখন তাকে ভর্তি করা হয় তখন বিষপান করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন বলে পরিবার থেকে বলা হয়েছিল।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, আমরা লাশটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে আসল ঘটনা জানা যাবে। তবে আমাদের প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ঘটনাটি আত্মহত্যা।

গাংনীর পূর্বমালসাদহ গ্রামে গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যা:

স্বামী আহত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার পূর্বমালসাদহ গ্রামে চম্পা খাতুন
(২০) নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দৃর্বৃত্তরা। এসময় তার স্বামী জুয়েল রানাকেও (৩০) কুপিয়ে আহত করা হয়েছে।

এক পুত্র সন্তানের জননী নিহত চম্পা পূর্বমালসাদহ গ্রামের ইটভাটা শ্রমিক জুয়েল রানার স্ত্রী।

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যেরাতে নিজ বাড়িতে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যেরাতে জুয়েল রানার বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ পেয়ে প্রতিবেশীরা দৌড়ি এগিয়ে গিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় চম্পার লাশ পড়ে থাকতে দেখে । এসময় বাড়ির অদূরে স্বামী জুয়েলকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আহত জুয়েল রানা জানান, রাতে আমার স্ত্রী বাথরুমে যেতে চাইলে আমরা স্বামী-স্ত্রী ঘরের বাইরে যায়। ওত পেতে থাকা একদল সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর হামলা করে ও তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদার দাবি করে। চাঁদার দাবি পূরণ না করায় তারা স্ত্রীকে শ্বাসরোধে ও কুপিয়ে হত্যা করে। আমি ঠেকাতে গেলে,সন্ত্রাসী আমাকে কুপিয়ে আহত করে। এসময় প্রাণ বাঁচাতে আমি চিৎকার করলে,প্রতিবেশীরা এসে উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার লাশের ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হবে। কে বা কাহারা হত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার

অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

মুজিবনগরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর বাজারের নিজ গোডাউন থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সুবল চন্দ্র (৬২) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সুভাশ চন্দ্রের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সুভাশ মহাজনপুর গ্রামের বুদু কুরির ছেলে। তিনিং মহাজনপুর বাজারের সার,সিমেন্ট ও গ্যাস ব্যবসা করতেন।

স্থানীয়রা জানান,সুবল চন্দ্রের মহাজনপুর বাজারের উপর দোতলা বাড়ি আছে, তিনি নিচ তলায় সারের গোডাউন এবং দোকান দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন এবং দিত্বীয় তালায় তিনি ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এককি বসবাস করতেন। নিহত সুবল চন্দ্রের ৬ মেয়ে। সবার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি ও তার স্ত্রী একাকি বসবাস করতেন।

প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার তিনি নিজ সারের দোকানে বসে ছিলেন আনুমানিক রাত সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টার দিকে সুবল চন্দ্রের স্ত্রী তাকে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে নিচে নেমে দেখেন যে সুবল চন্দ্রের হাত পা বাঁধা অবস্হায়। মুখে ও বুকের উপর দুই বস্তা সার ও পায়ের উপর গ্যাসের একটি সিলিন্ডার দিয়ে চাপা দেওয়া আছে।

এ সময় তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে মৃত অবস্হায় উদ্ধার করে। খবর পেয়ে কমরপুর আইসি ক্যাম্প ও মুজিবনগর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে আসেন এবং লাশ উদ্ধার করে হেফাযতে নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান, খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় এবং লাশ উদ্ধার করি। প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে যে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কয়েকটি মোটিভ নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর হত্যা সঠিক কারণ জানা যাবে এবং যত দ্রূত সম্ভব তদন্তের মাধ্যমে হত্যার কারণ ও দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

মেপ্র/ইএম

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হ*ত্যা, মাকে জখম

কুষ্টিয়ায় মাদক কেনার টাকা দিতে অস্বীকার করায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে গলা কেটে হ*ত্যা করেছে মাদকাসক্ত এক যুবক। এ সময় নিজ মাকেও তিনি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছেন বলে জানা গেছে।
বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার হরিনারায়ণপুরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানা যায়, হরিনারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার করিম বিশ্বাসের ছেলে আওয়াল মাদকের টাকার জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করে আসছিলেন।
বুধবার সকালের দিকে মাদকের টাকার জন্য বাবা-মা ও স্ত্রীর সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করেন তিনি। টাকা দিতে অস্বকৃতি জানালে আউয়াল ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্ত্রী ও মাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। এতে স্ত্রী জাহানারা ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত মাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ মাদকাসক্ত আউয়ালকে আটক করেছে।
ইবি থানার ওসি জাহাঙ্গীর আরিফ জানান, মাদকের টাকার জন্যই এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আউয়ালকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

মুজিবনগরে গৃহবধুকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে সালমা (২০) নামের এক পুত্রবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার রাত দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় ।
সালমা কোলা গ্রামের মোঃ শফিকুল ইসলামের মেয়ে ।

মুজিবনগর সোনাপুর নিজ বাড়িতে পুত্রবধূর লাশ রয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ।

শ্বশুর মোঃ হেকমত আলী একজন কৃষক ও শাশুড়ি মোছা: আরোবি খাতুন।

স্বামী হিরন বলেন আমার স্ত্রী বাচ্চা না হওয়ার কারণে বাবা,মা সমস্যা করতো। আমার বাবা-মা বলতো তোর বউ একটা খারাপ মেয়ে এর কখনো বাচ্চা হবে না ।

আমি একজন দিন মজুর বেকারিতে কাজ করি। বাড়িতে আমার স্ত্রী একা থাকে তখন আমরা আমার বাবা-মা আমার স্ত্রী ওপর অত্যাচার করে।

গতরাতে আমি কাজ থেকে বাড়ি ফিরে রাত দশটার সময় দেখি আমার স্ত্রী সালমা লাশ গলায় ওড়না পেচিয়ে ঝুলছে।
আমি বাবা,মা কে জিজ্ঞেস করলে তারা কোন কিছু উত্তর করেনি বলে আমরা কিছু জানি না।

এস আই পলাশ কুমার রায় বলেন তদন্ত ফলাফল হাত না পাওয়া পযন্ত কিছু বলা যাচ্ছেনা।

এলাকা বাসীর কাছ থেকে আর জানা যাই শ্বশুর হেকমত আলী পুএবধূকে কু প্রস্তাব দেওয়া রাজি না হওয়ায় তাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ গ্রাম বাসীর।শ্বশুর হেকমত আলী ও শাশুরি আরবি খাতুন পালাতক বলে জানা যায়।

আমার বিয়ে বয়স ২ বছর। গত ৭/৮ মাস থেকে আমার বাবা মা আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতো বাচ্চা না হওয়ার কারনে।

মেপ্র/একেপি

আরো পড়ুন: বাসরের ফুল কিনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল হবু বরের